দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 APR 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

৫৮

ডেট লাইন সিলেট

সরকারী কলেজে শিক্ষকের ৪১টি পদ ৪ বছর ধরে শূন্য

॥ জাহিরুল হক ॥

সিলেট, ৮ই এপ্রিল।—শিক্ষকের অভাবে সিলেটের সরকারী কলেজগুলি সমস্যায় পড়েছে। কোন কোন কলেজের এক একটি শিক্ষক পদ ৪/৫ বছর ধরে শূন্য। শিক্ষক না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন বিষয়ের 'এ্যাফিলিয়েশন' বাতিল করে দিয়েছে। ফলে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। হবিগঞ্জ সরকারী বৃন্দাবন কলেজের ছাত্ররা ২৫শে মার্চ থেকে কলেজে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সিলেট সরকারী মহিলা কলেজের ছাত্রীরাও তাদের কলেজে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। পরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অধ্যক্ষ তালা খুলেছেন।

দেড় শ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী সিলেট সরকারী কলেজে গত ৪/৫ বছর, যাবৎ শিক্ষকের ৪১টি পদ শূন্য রয়েছে। এই কলেজের জন্যে বরাদ্দ পদের সংখ্যা ৯৩। শূন্য পদগুলির মধ্যে ৯টি পদ প্রফেসর পর্যায়ের।

সিলেট সরকারী কলেজে ১৯১৮ সাল থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স স্তর ছিল। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্স পড়ানো বন্ধ করে দেয়। পরে ১৯৬০ সাল থেকে আবার অনার্স চালু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এই কলেজে ইংরেজী, বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও গণিতে মাস্টারস প্রথম পর্বও খোলা হয়। কিন্তু কলা-বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতার দরুন এক মাত্র বাংলা ছাড়া বাকী সবগুলি বিষয়ে মাস্টারস প্রথম পর্ব বন্ধ হয়ে যায়। কলেজ প্রশাসন জানান, শিক্ষক স্বল্পতার ফলে এখন ইংরেজী, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও দর্শন-এ অনার্স-এর এফিলিয়েশনও হুমকীর মুখে পড়েছে।

সিলেট সরকারী মহিলা কলেজে শিক্ষকের মোট বরাদ্দ ৪৭টি পদের মধ্যে শিক্ষক আছেন মাত্র ২৪ জন। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি বিষয়ের এফিলিয়েশন বাতিল করে দিয়েছে। এছাড়া এই কলেজটিতে টাইপিস্ট, লাইব্রেরীয়ান, দিবা প্রহরী, নৈশ-প্রহরীসহ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনেকগুলি পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য পড়ে আছে।

এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ সালে। তদানীন্তন আসাম সরকার ১৯৪৫ সালের ১লা ডিসেম্বর কলেজটি অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর বিভিন্ন কারণে আকস্মিকভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পেলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কলেজটির

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ

ডেট লাইন সিলেট

(প্রথম পৃঃ পর)

দায়িত্ব ত্যাগ করেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তবুও কলেজটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। পরে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার আবার কলেজটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এখন ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলেজটিতে সৃষ্টি হয়েছে ক্লাস রুম, ডেস্ক-বেঞ্চি ও হোস্টেল সমস্যা। স্বল্প-পরিসর হোস্টেলে এক একটি কক্ষে ৫/৭ জন ছাত্রীও থাকেন। প্রিন্সিপাল জানান, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্যে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডেস্ক-বেঞ্চি ধার আনতে হয়। কলেজটির উন্নয়নের জন্যে ৮৬ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই অর্থ এখনও বরাদ্দ হয়নি। সিলেট শহরে মন্ত্রী মিনিস্টার যারাই আসেন, তাদের কাছেই কলেজ কর্তৃপক্ষ স্মারকলিপি দেন—তুলে ধরেন সরকারী মহিলা কলেজের সমস্যা। প্রচুর আশ্বাস পান। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না।